Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.21-25
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রীমতি রাধার প্রকৃতি ও স্বরূপ অঙ্কনে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা
প্রো-ভিসি উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা, বাংলাদেশ

Abstract

The main glory of medieval Bengali literature is Vaishnava literature. The creation of these immortal poems based on Radhakrishna's love affair and its extensive development in the spread of Vaishnava doctrine propagated by the Srichetanyas of Bangladesh. Although the genre of Vaishnava lyric poetry has been flowing from the poet Joydev Vidyapati Chandidas to recent times, in fact in the sixteenth and seventeenth centuries this creation was abundant and excellent.

In the last half of the sixteenth century after the death of Chaitanyadev, the culmination of Padavali literature was achieved. Vaishnava society was inspired by the influence of Sri Chaitanyadev as an incarnation of Krishna, and devout poets embodied his ideology in poetry, creating an age of rich literature. The two distinct strands of the Vidyapati and Chandidas verses were introduced by the later poets. Gyandas and Govindadas are especially significant at this stage.

Keywords – Vidyapati, Gyandas, Govindadas, Chandidas, Chaitanyadev, Radhakrishna's

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এ অমর কবিতাবলীর সৃষ্টি এবং বাংলাদেশের শ্রীচেতন্যদের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। কবি জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতি কবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃত পক্ষে ষোল সতের শতকে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর ষোল শতকের শেষার্ধে পদাবলী সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। বৈষ্ণব সমাজ শ্রীচৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতার বিবেচনা করে তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে এবং ভক্ত কবিগণ তাঁর ভাবাদর্শ কাব্যে রূপায়িত করে পদাবলী সাহিত্যের ঐশ্বর্য যুগের সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদাবলীর যে দুটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তী কবিগণ মোটামুটি তাই অনুসরণ করেছেন। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস এই পর্যায়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞানদাস:

চৈতেন্যোত্তর যুগের কবি-শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণীয় পদকর্তা জ্ঞানদাস। সম্ভবত ষোল শতকে

বর্ধমান জেলায় তাঁর জন্ম। বৈষ্ণব পদাবলীর গীতি কবিতা গুণ নিয়ে একালে নানা জল্পনা করা হয়; অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাসের অতি আরোপণ প্রভাবে কবির মন্ময় আবেগের স্ফুরণ অবারিত হতে পারে নি বলেই বৈষ্ণব পদের লিরিকগুণের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ। জ্ঞানদাসের কাল সেই স্বাচ্ছন্দ বিকাশের সর্বাপেক্ষা অনুকূলে ছিল। তাঁর ব্যক্তি প্রতিভা ছিল শিল্প-সুষমার ধ্যানতন্ময়। ফলে চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে জ্ঞানদাস শ্রেষ্ঠ গীতি কবি, - শ্রেষ্ঠ কলা শিল্পী।

জ্ঞানদাস বাংলা, ব্রজবুলি ও বাংলা ব্রজবুলি-বিমিশ্র তিন রকমের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু যে সব পদের গুণে জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্যে অতুল্য, তার প্রায় সবগুলো বাংলা ভাষায় লেখা। ভাবের নিবিড়তা ও প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতাই এসব পদের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ফলে আক্ষেপানুরাগ, রূপানুরাগ ইত্যাদি নিবিড় উপলব্ধি বেদ্য বিষয়ের পদ রচনাতেই জ্ঞানদাসের প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে বেশি। এই কারণেই বিদগ্ধ সমলোচকদের কেউ কেউ জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তরসুরী বলে অভিহিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আস্বাদনে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস একই ভাব রসের কবি। রাধা কৃষ্ণ প্রেমলীলার শিল্পী হিসেবে চণ্ডীদাস ছিলেন গভীরতম প্রাণ বেদনার গীতিকার, আর জ্ঞানদাস ঐ একই প্রাণ-বেদনার সার্থক রূপদক্ষ শিল্পী। একজ স্বভাব শিল্পী অন্যজন চারু শিল্পী।

জ্ঞানদাস ছিলেন শিল্পী আর চণ্ডীদাস সাধক। জ্ঞানদাস রাধার বেদনাকে পরিস্ফুট করে তুললেও তাকে হর্ষোৎফুল্ল মিলন ব্যাকুলা সুরসিকা নায়িকা হিসেবেই রূপ দিয়েছেন। জ্ঞানদাস চৈতন্য পরবর্তী কবি বলে ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়েছিলেন। ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জ্ঞানদাস যে লিরিক প্রেমবেদনার বিশিষ্ট অনুভূতির রূপ দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। বিরহের মর্মস্পর্শী আর্তি ফুটে উঠেছে জ্ঞানদাসের কবিতায়

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান-পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়অর আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।।

(জ্ঞানদাস-৬১)

এ কেবল কৃষ্ণ বিলাসিনী রাধারই প্রাণের কথা নয়, কাব্য রস পিয়াসী জ্ঞানদাসেরও প্রাণের কথা।
জ্ঞানদাস কেবল ভক্ত ভাবুক কবি ছিলেন না। গভীরভাবে তিনি জীন-সম্পৃক্তও ছিলেন। ফলে তাঁর কবিতায় রাধাকৃষ্ণ- প্রেমের অলৌকিক নির্যাস লোকায়ত রানীরসে অভিনব আকার ধরে প্রকাশ পেয়েছে -

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে।।
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।

যৌবনের বলে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে অন্তর কাঁদে কি বা করে প্রাণ।।
জাতি কুল-শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল।।

(জ্ঞানদাস-৬০)

পরিপাটি বিন্যাস, মুক্ত কল্পনা আর গভীর জীবন-প্রীতির সূত্রে জ্ঞানদাস উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতাটিতে অলৌকিক প্রেম ভাবনার গহনে লোকায়ত প্রেমের রহস্য রসসম্পর্ক নিবিড় করে তুলেছেন। তাঁর কবি প্রতিভার অনন্যতা এইখানে।

গোবিন্দদাস :

ইতিহাসের কালানুক্রমে জ্ঞানদাসের পরবর্তী স্তরে শ্রেষ্ঠ চৈতন্যোত্তর কবিরূপে গোবিন্দদাস কবিরাজ মুখ্যভাবে স্মরণীয়। ষোল শতকের আনুমানিক চার দশকে শ্রীখণ্ডের মাতুলালয়ে গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। তিনি প্রায় সাত শত পদ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিছু বাংলা পদ থাকলেও অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত। বিদ্যাপতি ভাবাদর্শে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিদ্যাপতির অলংকার ও চিত্রকল্প তাঁকে বিমুগ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন বিদ্যাপতির ভাব-ভাষার একান্ত উত্তরসূরী। তিনি গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত প্রতিভার চমৎকৃতি ও দুলর্ভ অনুভূতি নিবিড়তার সুমিতি-গুণে নামে বৈষ্ণব পদ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি সিদ্ধিকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। শ্রীভূদেব চৌধুরী গোবিন্দদাসকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি থেকে ভিন্ন। বস্তুত চৈতন্য-জীবন ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সাধনার সমগ্র ঐতিহ্যটিকে স্বী কৃত করে নিয়ে, - সেই ঐতিহ্যের প্রতিভারূপেই যেন গোবিন্দদাস কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে, ভাবে ভাষায়, চিন্তা - উপলব্ধি এবং উপভোগের বিস্তার-বৈচিত্র্য-ভারে তাঁর কবি প্রতিভা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গোবিন্দদাসের পদাবলিতে পদাবলিতে ব্যক্তি কবির বাণীকে ছাপিয়ে একটি সমগ্র যুগের যৌথ সাধনা যেন কথা বলে উঠেছে, - তাঁর রচনা একটি যুগের সামগ্রিক সাধনা ও উপলব্ধির বাঙ্ময় প্রকাশ। এখানেই বিদ্যাপতির সাথে গোবিন্দদাসের মৌলিক পার্থক্য। বিদ্যাপতির পদে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি-মানসের শৈল্পিক প্রকাশ; গোবিন্দদাসের রচনায় কবি ব্যক্তির মানসাশ্রয়ে উদ্ভুত যুগবানী ও যুগ-সাধনার সুষমাময় সামগ্রিক অভিব্যক্তি।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব ধর্ম এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ ও পূর্বাদর্শ সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন, - তাকে জারিত করে নিয়ে ছিলেন আপন কবি ধর্মের জারকরসে, তারই-আরোপণ ও স্বাতন্ত্র্যের এক আশ্চর্য সংহত সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাঁর রচনায় যার সবটুকুই গোবিন্দদাস কবিরাজের ব্যক্তিগত সিদ্ধির পরিচয়। বস্তুত তাঁর কাব্যে শিল্পীর ব্যক্তি-প্রাণ- চেতনার সঙ্গে চৈতন্য-ঐতিহ্যের চেতনাও যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। গোবিন্দদাসের রাধা বলেন -

"মম হৃদয় বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল
প্রেম-প্রহরী বহু জাগি..... ।

এ কথা আসলে গোবিন্দাসেরও আত্মার বানী। অসাধারণ গভীর ঐকান্তিকতা বশে শিল্পী তাঁর হৃদয়ে কানুর চিরন্তন বিশ্রাম-বেদী-নিত্য-বৃন্দাবন রচনা করেছেন, আপন প্রেমময় কবি চেতনাকে সদাজাগ্রত প্রহরীরূপে রক্ষা করেছেন সেই -প্রেম-দেউলের দ্বারে। কানুর প্রশান্ত-নিদ্রাটি যেন ভেঙে না যায়। গোবিন্দদাসের প্রায় সকল কবিতাতেই নিষ্ঠা বিশ্বাসপূর্ণ এই প্রেমানুভব নিত্য বৃন্দাবনের বংশী ধ্বনির সুরটিকে যেন অনুরণিত করেছে। এই প্রশান্ত বিশ্বাস এবং সু ধীর নিষ্ঠা ব্রজবুলির চঞ্চল ছন্দ সংস্কারে যেন মন্ত্রের সুর মুর্ছনা জাগ্রত করেছে, -

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ।।
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল
কুলজ-কামিনি-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল
কুঞ্জ-মঞ্জিরে সন্ত।।

(গোবিন্দদাস-১৩)

এভাবে ব্রজবুলির ছন্দ ঝংকার সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র মন্থন করা শব্দ এবং অর্থালঙ্কারের সমৃদ্ধি, - চিত্ত চমৎকারী রূপসুষমা, - বিদ্যাপতি-প্রতিভার সকল বৈশিষ্ট্যই রয়েছে এই পদে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে একটি বহু বিস্তৃত দূর প্রসারী-ঐতিহ্যে নিষ্ঠা বিশ্বাস জনিত প্রশান্তি এবং ধীরতা।

গোবিন্দদাস সাধারণত অভিসারের কবি বলেই বিখ্যাত। তাঁর অভিসারের একটি
পদ এই - মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তহিঁ অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার।।

(গোবিন্দদাস ১৫০)।

এই কবিতাংশে মানস-সুরধুনী'র অপর - তীরবর্তী হরি - সম্মিলনের একটি সাধন - গত ইঙ্গিত রয়েছে। তা ছাড়া সমগ্র পশ্চাতে কবি - চেতনার যে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি সক্রিয় হয়েছিল, তার চিত্রটি পাই ভণিতাংশে। যে বান ছুড়ে দেওয়া হয়েছে, - তাকে কি করে ফিরিয়ে আনা চলে - সে যেমন নির্বার, - তেমনি নির্বোধ। কেবল রাধারই নয়, - চৈতন্যোত্তর প্রেম সাধকেরও এই হৃদয়ার্তির তৃপ্তি নেই, - সমাপ্তি নেই। তাই, অভিসার লগ্নের বিশেষিত ক্ষণটির সীমান্তেও গোবিন্দদাসের রাধার কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ অভিসার - সাধনার আর বিরাম নেই। -

কন্টক গাড়ি কমল সম-পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল

চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ- গমন ধনি সাধই
মন্দিরে যামিনী জাগি।।
(গোবিন্দদাস ১৫০)।

সমস্ত চিত্রটির পেছনে চৈতন্য-যুগের প্রেমার্তি ও সাধন বেদনার ঐতিহ্য যেন প্রমূর্ত হয়ে আছে। তাই অত বেদনার, অত সাধনার পরে যে মিলন, তাতে কোনো চাপল্য নেই, নেই কোনো উল্লাস। কেবল রয়েছে পরম মিলনের অক্ষয় তৃপ্তি।

গোবিন্দদাস চৈতন্যোত্তর সাধক কবি। সাধন ঐতিহ্যের প্রাণবান রূপকার হিসেবেই তিনি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ,মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা,
২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, জেনারেল প্রিন্টার্স ,কলকাতা,
৩। বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, পাঁচ শত বৎসরের পদাবলী, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
৪। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শনে ও সাহিত্যে, এ মুখার্জী এন্ড কোং,কলকাতা